ব্যর্থতাঃ সাফল্যের প্রথম সোপান

Failure is the pillar of success প্রবাদটি সর্বজন বিদিত। শিক্ষার্থীরা গোল্ডেন মার্ক পাওয়ার জন্য এটিকে রীতিমত মগজজাত করে রেখেছে সযতনে। কিন্তু হালে এটির গোড়ায় জল সিঞ্চন করেছে বা করছে কতজন? একদিকে তারা ফেল আতঙ্কে ভোগে, অপরদিকে কোন একটি বিষয়ে বা ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য না পেলেই সব শেষ। যেন গতিশীল কোন তরীর পালে সিডর-বুলবুলের ৯ নম্বর সংকেত। অথচ খ্যতিমান পদার্থ বিজ্ঞানী ও ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট এ,পি,জে, আব্দুল কালাম ব্যর্থতাকে বলছেন ‘শেখার প্রথম উদ্যোগ’। তিনি বলেছেনঃ Fail= First Attempt In Learning. অর্থাৎ- F= First, A= Attempt, I= In, L= Learning.

বস্তুত,ব্যর্থতার মধ্যেই সুপ্ত থাকে সাফল্যের অপার সম্ভাবনা। ব্যর্থতা-প্রতিকূলতা ছাড়া সাফল্যই হয়ে পড়ে সুদূর পরাহত। তাই তারও শতাব্দীকাল পূর্বে বিখ্যাত আধ্যাত্মিক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সাফল্যের সুধা পানের নিমিত্তে ব্যর্থতার গ্লানিকে বরণ করার উপদেশ দিয়েছেন, যে উপদেশ বাণী গোটা মানব জাতির জন্য সফলতা অর্জনের পাঠে এক অনবদ্য ম্যাগনাকার্টা হয়ে থাকবে সর্বকাল। তিনি বলেছেনঃ

কমল তুলিতে যদি করহ বাসনা,

ভাব সহ্য হবে কি না কণ্টক-যাতনা।

ইচ্ছা যদি কর তুমি মধু আহরণ,

ভাব সহ্য হবে কি না মক্ষিকা-দংশন।

এটি শাশ্বত যে,কণ্টকাকীর্ণ পথ চলার এ ধরা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বরং এবড়ো থেবড়ো, বন্ধুর ও পিচ্ছিল। এখানে বিপর্যয় ও ব্যর্থতার গ্লানি এক অনিবার্য বাস্তবতা। তাই যেখানেই পদস্খলন, সেখানেই উঠে দাঁড়ানো আবশ্যক। সেই হেতুতেই বিশ্বখ্যাত লেখক ও মোটিভেটর ডেল কার্নেগি বলেছেন,

ব্যর্থতার ছাই থেকে সাফল্যের প্রাসাদ গড়ো।

হতাশা আর ব্যর্থতা হলো সাফল্যের প্রাসাদের দুই মূল ভিত্তি।

সাফল্য নামক প্রাসাদ বিনির্মাণে হতাশা ও ব্যর্থতাকে জয় করতে হবে। হতাশা ও দুঃখবাদকে পদদলিত করে প্রত্যাশার আলোয় সুখবাদকে উদ্ভাসিত করতে হবে। আশার মশালকে প্রজ্জ্বলিত করে স্থির কদমে দূর্বার গতিতে ক্রিয়াশীল থাকতে হবে গন্তব্য পানে যা প্রতিকূলতার প্রচণ্ড দ্রোহকেও জয় করে বাস্তবতার যেকোন রূঢ়তায় হবে অনির্বাপেয়। মূলত এমন আশাই সাফল্যের ইস্পাত কঠিন ইমারত বিনির্মাণে সহায়ক। বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ কবি ও লেখক এন্টনি ডি সেইন্ট বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ

তুমি যদি একটি জাহাজ বানাতে চাও

তবে তোমার লোকদের কাঠ যোগাড় করতে

আর পরিশ্রম করতে তাড়া দিও না।

বরং তাদের মনে সমুদ্রের অসীম সম্ভাবনার আশা জাগিয়ে তোল।

সম্ভাবনার আশা যখন জাগ্রত হয়, তখন আর পিছনে ফিরে দেখার ফুরসৎ নেই। আশাবাদ এমন একটি শক্তি যা একেকটা হতাশা বা ব্যর্থতাকেও সাফল্যে রূপ দেয়। বৈদ্যুতিক বাল্বের আবিষ্কারক বিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস এ এডিসন তাঁর গবেষণা কাজে অসংখ্যবার ব্যর্থ হয়েও হাল ছাড়েননি। বরং তিনি তাঁর দৃঢ় আশাবাদ দর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এভাবেঃ

আমি বলবো না আমি এক হাজার বার হেরেছি,

আমি বলবো যে আমি হারার এক হাজারটি কারণ বের করেছি।

এডিসনের প্রবল ইতিবাচকতার করণেই এই গগণচুম্বী যশ। তিনি তার হাজারবারের পর্যবসিত ব্যর্থতাকে রূপ দিয়েছেন হাজরটি নতুন উদ্ভাবনে। তাই আমদের চিন্তা ও মনন থেকে ‘নেতিবাচক’ জানোয়ারটিকে হত্যা করতে পারলে আমরা প্রচ্ছন্ন ব্যর্থতার নির্মম ধ্বংসযজ্ঞের উপরেও সাফল্যের পুষ্পকানন রচনা করতে সক্ষম হবো যা শুধু আপন উৎকর্ষতা সাধনেরই নিয়ামক নয় বরং এর দ্বারা গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রই সুবাসিত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তাই ‘ইতিবাচক’ ও ‘নেতিবাচক’ এর একটি তুলনামূলক চরিত্র তুলে ধরেছেন উইনস্টন চার্চিলঃ

A pessimist sees the difficulty in every opportunity;

An optimist sees the opportunity in every difficulty.

ইতিবাচকতাকে ধারণ করে অননুমেয় প্রতিবন্ধকতার এক দুর্বিসহ বাস্তবতাকে সাফল্যমণ্ডিত করার আরেক মূর্ত প্রতীক হেলেন কেলার থেকে আমরা পাই সাফল্যের তাৎপর্যপূর্ণ লেসনটি। যিনি দৃষ্টি, শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী হয়েও সফল পদচারণা ঘটিয়েছেন জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও মানবতার সুউচ্চ শিখরে, মানবসেবায় ছুটে চলেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। তিনি তার কলেজ জীবনের প্রারম্ভেই রচনা করেছেন ‘Optimism’ নামক উদ্দীপনামূলক গ্রন্থ। সেখানেই তিনি নিজের জীবনকে উম্মোচন করে সফলতার এই জীবনঘনিষ্ঠ বার্তাটি প্রেরণ করেছেন বিশ্বময়ঃ

Optimism is the faith that leads to achievement.

Nothing can be done without hope and confidence.

আসলে ব্যর্থতা-সফলতার যত গাথা তা এক আদি ও আসল ভাণ্ডার থেকে উৎসারিত। উল্লেখিত-অনুল্লেখিত সকল বোদ্ধা-মনীষীর জ্ঞানবচন ও নীতিকথন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই শাশ্বত গ্রন্থ থেকেই উদ্গত। প্রায় দুই সহস্র বছর আগে যেই মহাগ্রন্থ ব্যর্থতা ও সফলতাকে একই সূত্রে গাঁথা মর্মে পাঠদান করেছে সেই জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়েই শত শত বছর ধরে জগত জুড়ে মণীষী-পণ্ডিতসকল তাঁদের সাহিত্য-আলেখ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সেই অবারিত ও জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞানভাণ্ডার আল কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ

নিশ্চয়ই ব্যর্থতার সাথেই (পরপরই) রয়েছে সফলতা।

(আবার বলছি) নিশ্চয়ই ব্যর্থতার সাথেই (পরপরই) রয়েছে সফলতা।

 (সূরাহঃ ইনশিরাহ, আয়াতঃ ৫-৬)

পবিত্র কুরআনের এই অমোঘ বাণীর আরও বিশ্লেষণ পাওয়া যায় বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক, জ্ঞানের উৎকর্ষতায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত একমাত্র মহামানব, নৈরাশ্যের চরমতম কুহেলিকায় যার পূন্যময় বাণী প্রজ্জ্বলিত করে শতত ধারায় উৎসারিত আশার আলো, সেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কণ্ঠেঃ

যে অকৃতকার্যতার যাতনা সত্ত্বেও সততা ও নিষ্ঠার সাথে অবিচল থাকে

তার জন্য রয়েছে সফলতা। (সুনানে আবু দাউদ)

 অতএব , নির্বিশেষ সফলতার জন্য অটল অবিচলতার সাথে এগিয়ে যেতেই হবে। ব্যর্থতার কোন মাত্রায়ই থমকে থামা যাবে না; টানা যাবে না কোন পরিসমাপ্তি। কারণ end শব্দটা নিজেই বলছে efforts never die অর্থাৎ প্রচেষ্টার মৃত্যু নেই। আবার একটি সফলতাই জীবনের সব অর্জন নয় কিংবা একটি ব্যর্থতাই জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে না। জ্ঞাত থাকা আবশ্যক যে, Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই উপদেশটি হতে পারে আমাদের জীবনতরীকে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে চালিত করার অন্যতম পাথেয়ঃ

**“Don’t let your failures define you—let them teach you.”– Barack Obama**

***মোহাম্মদ আবদুল গাফ্‌ফার মজুমদার***

সহকারি শিক্ষক (ইংরেজি)

উত্তরখান সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়

উত্তরা, ঢাকা।